দৈনিক বাংলা

109

14 JAN 1987

তারিখ দৈনিক বাংলা

পৃষ্ঠা ... 5 ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় দেশের সাতটি বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে উন্নয়নের যে লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিলো তার পূর্ণ
বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতা উচ্চশিক্ষার পরিবেশ
ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এ
সংক্রান্ত একটি খবরে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার কারণও
তুলে ধরা হয়েছে। তা হচ্ছে এই, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাহিদামত অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব
হয়নি, এবং সূচনায় যা বরাদ্দ করা হয়েছিলো পরে তাতেও
কাটছাঁট করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার খবর নিঃ-
সন্দেহেই মন্দ খবর। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির সঙ্গে
দেশের অগ্রগতির প্রশ্ন জড়িত। তবে চাহিদা মত অর্থ বরাদ্দ
করতে না পারা, বিশেষ করে আমাদের মত দরিদ্র দেশে, খুব
একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারও নয়। প্রাথমিক বরাদ্দে কাটছাঁট
অনভিপ্রেত হলেও প্রচলিত রীতি। যদিও শিক্ষাখাতে অধিক
অর্থ বরাদ্দই জরুরী এবং বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য আরও
একটি প্রশ্ন থেকে যায়—তা হচ্ছে, যে অর্থ সরবরাহ করা
হয়েছে তার কতটা সদ্ব্যবহার ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রসঙ্গে দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি
অবশ্যই অপরিহার্য। কিন্তু পাশাপাশি আরও জরুরী বিষয়
নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে বলে আমাদের ধারণা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার
উন্নয়ন। সেই মূল লক্ষ্যের নিরিখে আমাদের অবস্থান যাচাই
করাই প্রাথমিক করণীয়। সাতটি চালু বিশ্ববিদ্যালয়ে যতটুকু
সুযোগ-সুবিধা আছে এবং তা জাতীয় চাহিদার তুলনায়
খুবই কম, কিন্তু তারও কতটা ব্যবহার করতে পেরেছি সে
প্রশ্নও শিক্ষার স্বার্থেই খতিয়ে দেখতে হবে। আমরা মনে করি,
একটি দরিদ্র দেশে প্রাপ্ত সুযোগের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমেই
বৃদ্ধিগত চাহিদাকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত ও যুক্তিগ্রাহ্য করতে
হবে।

শিক্ষাবর্ষ দীর্ঘ হতে হতে যদি শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে বছরের
পর বছর হারিয়ে যেতে থাকে, যদি শ্রেণীকক্ষগুলো তালাবন্ধ
থাকে মাসের পর মাস, কিংবা যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রদত্ত
শিক্ষার মান সকলের আস্থা হারিয়েই চলে, তাহলে শিক্ষা-
খাতে অধিক অর্থ যোগানেও বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জিত হবে না।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাহিদার গুরুত্ব লাঘব করা আমাদের লক্ষ্য
নয়। আমাদের বক্তব্য একটাই, যেটুকু সুযোগ আছে তার
ফায়দা হাসিল করে অতিরিক্ত চাহিদার গুরুত্ব সহজবোধ্য
করে তোলা হোক। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে শিক্ষার প্রয়ো-
জনীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে
সকলের যত্নবান হতে হবে। এ ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের যেমন
ভূমিকা আছে তেমনি সংশ্লিষ্ট সবারই কিছু করণীয় আছে।